কৌশিক চক্রবর্তীর প্রবন্ধমালা

কবিতার রূপ কবিতার অরূপ - ২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আমেরিকার কবিতা

একটি সাহিত্য কৃতির অস্তিত্বসম্ভাবনাকে কে নির্ণয় করে ? লেখক, যার ক্ষমতার ওপরেই একটি লেখার আয়ু নির্ভরশীল, নাকি জীবনানন্দের কথায় সেই 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি'র ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর পাঠক। প্রশ্ন এটাও – পাঠক কি সবসময়ে নিজেই নিজের মতন করে গেরিলা যুদ্ধের গোপনীয়তায় তাঁর প্রিয় শব্দকে খুঁজে নেন – নাকি তাকেও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে বাজার নামক সেই অক্টোপাসের শুঁড়, বা মেডুসার সহস্রমাথা। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, সারা পৃথিবীর সাহিত্যেই প্রতিষ্ঠান বারংবার বলে দিতে চেয়েছে – কী হবে আগামী সাহিত্যের রূপরেখা। প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য দেখানো লেখককে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠানের 'অপর' হতে চেয়ে তৈরি হয়েছে আরও একাধিক প্রতিষ্ঠান। তাকে চ্যালেঞ্জ করতে চেয়ে অপ্রতিষ্ঠানও ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক অসুখে আক্রান্ত। বাংলা ভাষার প্রেক্ষিত তার সবচাইতে বড় উদাহরণ। বারংবার তার ড্রাগনমুখ গিলে খেতে চেয়েছে উজ্জ্বল আর জঙ্গি কবিদের, সেলিব্রিটি বানিয়ে তাদের মগডালে তুলে অবশেষে আনন্দে নৃত্য করেছে। আর তার ছায়ায় আসতে না চেয়ে "কত কবি মরে গেল চুপি চুপি একা একা"। ফেসবুক নিয়ন্ত্রিত বাংলাকবিতার পাঠক তাদের পড়েই দেখল না। বাজার বা পুঁজিবাদের সফল উদাহরণ হিসেবে যদি আমেরিকা নামের দেশটাকেই ধরি, তাহলে দেখব, '৫০- '৬০- র দশকে যে রাগী যুবক অ্যালেন গিন্সবার্গ সমসময়ের আয়নামহল হয়ে 'দ্য হাউল' লেখেন – তিনিই আবার পরবর্তী দু- দশকের মধ্যেই প্রাতিষ্ঠানিক খ্যাতির মূলস্রোতে আইকন হয়ে গিয়ে, বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিলেন। অথচ বাঙালি পাঠক দীর্ঘদিন '৫০- '৬০- র আমেরিকান কবিতা বলতে গিন্সবার্গকে যতটা চিনল, তার সিকিভাগও আলো পড়ল না জন অ্যাশবেরির প্রজ্ঞায়, জর্জ অপেনের আত্ম- অনুসন্ধানে, জ্যাক স্পাইসারের নিরীক্ষায় বা রাসেল এডসনের বৌদ্ধিক কৌতুকে।

বাঁ দিকে থেকে অ্যালেন গিন্সবার্গ, জন অ্যাশবেরি, জ্যাক স্পাইসার, রাসেল এডসন। চিত্রসূত্রঃ আন্তর্জাল

কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই, বাংলা কবিতা আর আমেরিকার কবিতার আলাদা আলাদা নিজস্ব শ্রেণীচরিত্র আছে। তার একটা বড় কারণ, আমেরিকার কবিতাকে কোনো এক একক বৈশিষ্ট্যের সুতোয় বাঁধা যায় না। এই প্রসঙ্গে সমকালীন আমেরিকান কবি মুরাত নেমেত- নেজাত 'Questions of Accent' প্রবন্ধে লিখছেন – The American poem (and poet) is always trapped in the space between words, in the crack between his/her vision and the language he/she is using, in the

discontinuity (as opposed to cultural unity) between the self and his/her language. His/her soul belongs to somewhere else... Thinking of the future, or even the in the traditional sense of the past, thinking of a continuity, are ruinous for an American poet... American poetics is asocial, therefore, uncanonizable। এই unacanonizable কবিতার নানান চিহ্ন বারবার তুলে ধরেছে আমেরিকান কবিতার বিভিন্ন সংকলন। তার মধ্যে তিনটি আলাদা আলাদা বইয়ের কথা এবার বলব এই লেখায়। কবিতা চরিত্রে, কবি তালিকায় তারা আলাদা, অথচ যারা প্রত্যকেই প্রতিষ্ঠানের মুখের ওপর নতুন ভাবনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

প্রথমে – An Ear to the Ground : Anthology of Contemporary American Poetry। মারি হ্যারিস ও ক্যাথলিন আগুয়েরো সম্পাদিত এই সংকলন [প্রকাশক: ইউনিভার্সিটি অফ জর্জিয়া প্রেস, প্রকাশকাল: ১৯৮৯] । পাঠকের কাছে এ বই প্রথম যে ধাক্কাটা দেয় তা হল, "সমকালীন আমেরিকান কবিতার সংকলন" হওয়া সত্ত্বেও পাঠক এ বইয়ের সূচিপত্রে শতাধিক কবির তালিকায় তাঁর চেনা- জানা- শোনা- পড়া একজনকেও খুঁজে পান না। অর্থাৎ এ বই সবার আগে সেই প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত 'কবি তালিকা'র মিথকেই ভেঙেচুরে দেয়। এর পাশাপাশি, 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে' তত্ত্বের প্রকাশে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর- ভাষাগোষ্ঠীর কারণে যে আমেরিকান সংস্কৃতির লালন হয়েছে, আমেরিকা যে শুধুমাত্র আমেরিকানের নয়, তা সমানভাবে আরও অনেকেরই - তারই দুর্দান্ত প্রমাণ এ বই। তাই সেখানে জন্মসূত্রে শরীরে আমেরিকার আদি- অধিবাসী গোষ্ঠীর রক্ত বহন করা কবিরা – ক্যারল আর্নেট (চেরকি), জয় হারজো (ক্রিক), লান্স জেন্সন (চেয়েইন), গিয়ারি হবসন (চিকাসো) বা চেরি মোরাগা (চিকানা) যেমন আমেরিকান কবিতার রান্নাঘরে নানা মশলার মিলমিশ ঘটান, তেমন করেই জন্মসূত্রে হংকং- এর কিটি ৎসুই, বা কিউবার আলেইদা রড্রিগেজ বা জাপানের ডেভিড মুরা দেশ- কালের সীমানা পেরোনো ভাষা দিয়ে কবিতার ডায়াস্পোরার নক্‌শিকাঁথা বোনেন। তার সঙ্গে পেশাগত বহুমাত্রিকতা – এক মলাটের মধ্যে ভাষা শিক্ষক, আলোকচিত্রী, পেশাদার নর্তকী, অভিনেতা, কৃষক, আবার তার পাশাপাশি কবিতার হোল্‌টাইমার। ঠিক। এই বহুমাত্রিক ডায়াস্পোরার anthology যদি contemporary না হয়, তাহলে কে- ই বা ?

এখানে লরনা দি সার্ভান্তেস লেখেন –

The best of what I am
is in the gravel behind the train yard
where obsidian chips lodge
in the rocks like beetles
I burrow and glow...

এভাবেই গুঁড়ি মেরে যেন গেরিলার মতন কবি এগিয়ে যান, তার ভেতরে জমতে থাকা রাগরোষের পাঁজর জ্বলে ওঠে। ঠিক যেমন রিচার্ড হফম্যান লেখেন –

There is the city of glass and money...
closer with every newspaper
unidentified lying spokesmen interpret the same photos
... here comes someone, not a neighbor

with a clipboard and a calculator

যে কোনো কবিতা-সংকলনই আসলে এক ধরনের মানচিত্র। ভুললে চলবে না, এই মানচিত্র প্রথাগত ভূগোলের ধারনায় বন্দি নয়। আমাদের এই বইটি সেই কারনেই গুরুত্ব দাবী করে – সে ফ্রেমবদ্ধ করে আমেরিকান কবিতার unmapped area গুলোকে । আর সেই সূত্রে তৈরি হয়ে যায় এমন এক anthology যা বাজার নিয়ন্ত্রিত কবিতার ক্ষমতাকেন্দ্রকে প্রতিরোধ করে, সমকালের লুকোনো এক সত্যিকে সামনে আনে। বব হেনরি বাবের তাই লেখেন –

I say the difference between us
is only that of form
you see, I too scan storefront windows
to verify I exist...

আমেরিকার কবিতার এই প্রতিষ্ঠানবিরোধী বহুরূপের আরেক উল্লেখযোগ্য সংকলন পল হুভার সম্পাদিত Postmodern American Poetry। ১৯৯৪ সালে Norton প্রকাশ করেন এই বই। বলা বাহুল্য, পোস্টমডার্ন শব্দের তত্ত্ববিশ্ব নিয়ে বিস্তারিত তর্কে না ঢুকে আপাতত এটুকু সহজ সত্য স্বীকার করে নেওয়া যাক যে – পোস্টমডার্ন কোনো একক সাহিত্য তত্ত্ব নয়, এ হল ভাবনার বহুমুখীনতা, এবং সেই কারণেই কোনো একক কেন্দ্রে তার ঘণীভূত না হতে চাওয়ার ফলে যে আপাত complexity এবং chaos, তা-ই প্রাথমিকভাবে এই যুগলক্ষণটির কবিতাভাবনা। অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-ব্যক্তিক – নানা অস্থিরতা তার feeder। আমেরিকান কবিতার যে একক identity-র অনুপস্থিতি, তার কারনেই আমেরিকার কবিতাভাবনায় পোস্টমডার্নের বহুমুখীনতা এত অসামান্যভাবে ধরা দিয়েছে। তার খণ্ডিত ন্যারেটিভ, কথ্যভাষার জাদুকরি মিশে গেছে মার্শাল ম্যাকলুহানের 'seamless mosaic of experience' আর একইসঙ্গে গী দেবরের 'society of spectacle' প্রবন্ধে। পল হুভার তাঁর এই সংকলনে তাই ২য় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আমেরিকার প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কবিতা-আন্দোলনকে ঠাঁই দিয়ে ভূমিকায় লেখেন *Postmodernist poetry is the avant-garde poetry of our time. I have chosen postmodern over experimental or avant-garde because it is the post encompassing term for the variety of experimental practice since World War II...* আর তাই ৫০-র বিট্, যাদের অন্যতম মুখপাত্র জাক কেরুয়াকের মতে কবিতা হল 'not a selectivity of expression, but following free deviation of mind into limitless blow on-subject seas of thoughts', তারপরে ৬০-র নিউ ইয়র্ক স্কুল আর ব্ল্যাক মাউন্টেন পোয়েট্রি মুভমেন্ট, আর তারও পরে ৭০-র ডিপ ইমেজ পোয়েট্রি মুভমেন্ট যার প্রধানপুরুষ জেরোম রথেনবার্গের মতে ডিপ ইমেজ হল একই আধারে perceived image of the emperical world of the naive realists আর hidden image of the floating world yet to be discovered – এই সমস্তকে ছুঁয়ে এ সংকলন ধরে রাখে ল্যাঙ্গোয়েজ পোয়েট্রি ও পারফর্মেন্স পোয়েট্রির বহুধারাকেও। 'ল্যাঙ্গোয়েজ' যখন চায় মুক্তমুখী কবিতাভাষার বহুমাত্রিকতাকে ধরতে, তখন 'পারফর্মেন্স' কবিতার লিখিত রূপকেই অস্বীকার করে তাকে কথনের প্ল্যাটফর্মে নির্মাণ করে। এ সংকলন তাই পাঠকের কাছে ইতিমধ্যেই কিংবদন্তীপ্রতিম হয়ে ওঠা চার্লস অল্সন, অ্যালেন গিন্সবার্গ, জাক কেরুয়াক, টেড বেরিগান, রবার্ট ক্রিলি, জন অ্যাশবেরি, চার্লস বার্ন্সটাইন, চার্লস বুকোওস্কি বা আমিরি বারাকা-র মতন কবিদের

পাশাপাশি সমান আলো ফেলে মাইকেল ডেভিডসন, ম্যাক্সিন শের্নফ, ডেভিড লেম্যান,কার্লা হ্যারিম্যান বা আন্দ্রেই কদরেস্কু'র কবিতায়ও।

কবিতার বহুস্বরের প্রকাশে জর্জ এভান্স যখন লেখেন বাকশয্যের অনির্ণেয়তা –

...Back here it turns out newspapers
and monuments are taxidermy
there is little retribution, little learning
what is lost
is forgotten; sometimes it gets so bad I'm not sure
I'm the one who lived...

আর জিম ক্যারল লেখেন কবিতার মুক্তমুখ

...dark paddling in thewave membrane
the monkey woman's dream streams
are places of shy creatures, head infants
I had born on a whim and abandoned... my eye...

তখন এমি গার্সলার জানান তাঁর অভিব্যক্তির অবিনির্মাণ

...which dim deluded light did i last see you in? the light of extinction, most likely, where there are no more primitive tribesmen who worship clumps of human hair. No more roads that turn into snakes, or ribbons...

বলা বাহুল্য, এই multi-dimensional উচ্চারণমালাই আমেরিকার কবিতার বহুমুখী মানচিত্রকে স্পষ্ট শরীর দেয়।

বিগত শতাব্দীর আমেরিকার কবিতাবৃত্তের ৩টে ফেনোমেনন বাছতে হলে তার একটা নিঃসন্দেহে ল্যাঙ্গোয়েজ (বা L=A=N=G=U=A=G=E) পোয়েট্রি। এই ভাবনার একটা অংশ জুড়ে রয়েছে Collaborative Writing-এর অনুশীলন, যে পদ্ধতিতে একাধিক লেখক একটিই পাঠ্যবস্তু নির্মাণ করেন, সেখানে কে কোন অংশটি লিখলেন, তার আলাদা করে কোনো উল্লেখও থাকে না। সম্মিলিত এক লিখনপদ্ধতি হয়ে ওঠে টেক্সটের মূল উপকরণ, বহু লেখক-শরীরের ভিন্নতায় সে হয়ে ওঠে বহুশরীরি। আমেরিকার এই বহুস্বর-বহুশরীর কবিতার সূত্রে এবারে যে বইয়ের কথা বলব, তা একই সঙ্গে L=A=N=G=U=A=G=E ভাবনা ও Collaborative Writing-এর প্রতিনিধি। বইটির নাম LEGEND, পাঁচজন কবি – ব্রুস অ্যাণ্ড্রুজ, চার্লস বার্নস্টাইন, রে ডি'পালমা, স্টিভ ম্যাক্ক্যাফ্র ও রন সিলিম্যান-এর যৌথ এই নির্মাণ ১৯৮০ সালে প্রকাশ করেন Language/Segue।

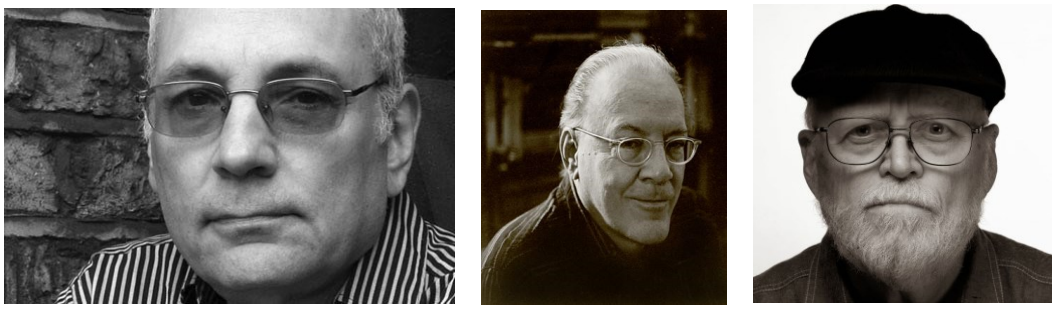

বাঁ দিকে থেকে চার্লস বার্ণস্টাইন, ব্রুস অ্যান্ডরুস, রণ সিলিম্যান। চিত্রসূত্রঃ আন্তর্জাল

ল্যাঙ্গোয়েজ পোয়েট্রি বা ভাষাকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য অবশ্য কোলাবোরেশন নয়। ল্যাঙ্গোয়েজ ভাবনায় কবিতার কোনো redundant অংশ নেই, এখানে প্রতিটা পংক্তি, প্রতিটা শব্দ এমনকি প্রতিটা যতিচিহ্নের সমান গুরুত্ব। এরই প্রতিফলনে নামকরণের প্রত্যেক বর্ণমালা পরস্পরের সঙ্গে সমতাচিহ্নে সংযুক্ত। তাই কবিতার গঠনশৈলীর চর্চাও ল্যাঙ্গোয়েজ পোয়েট্রির অন্যতম ভিত্তি। এই কবিতাভাবনার মূল হল intense textuality; কবিতা সেখানে মনন ও অনুভূতির প্রকাশমাত্র নয়, সে এক সচেতন বৌদ্ধিক ও শাব্দিক নির্মাণ। কবিতা আর নিখুঁত ব্যাকরণে লেখা অর্থপূর্ণ বক্তব্য নয়, সে হয়ে উঠছে শব্দের মোজেইক। এই কবিতাধারার অন্যতম স্তম্ভ চার্লস বার্নস্টাইন তাই লেখেন... *the text calls upon the reader to be actively involved in the process of constituting its meaning... the text formally involves the process of response/interpretation and in so doing makes the reader aware of herself or himself as producer a well as consumer of meaning*।

Collaborative Writing তো বাজার নির্ধারিত সাহিত্যকে সত্যিকারের এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া। তা এতকালের পরিচিত কবি- কবিতার মডেলটিকেই অস্বীকার করে। পাশাপাশি প্রথাগত পাঠ ও লেখার সিস্টেমের প্রত্যাখ্যানে জন্ম দেয় এক নতুন পাঠশষ্যের – যে কবিতাপ্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানবিরোধী, প্রতিমুহূর্তে জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল। LEGEND বইটিও তাই প্রতি পাঠেই নতুনতর এক text, তার উদ্ধৃতিও তাই এই নতুন কবিতাভাবনারই এক যৌথ বিবৃতি...

I was cold
I had a lot of theories
I layers
alights on
BORDERS EVADE CHARMS
we earn our words...

শব্দের এই অর্জনেই... কবিতাজন্ম।